

নাগিব মাহফুজের স্মৃতি ও কিছু কথা

আ মিনুল মোহাম্মদ

১৯৯১ সালের জুলাই-অগাস্ট মাসের কথা। সে সময় কায়রোতে পড়াশোনা করতাম। গ্রীষ্মের ছুটিতে লেখাপড়া থাকতো না। কখনও কখনও কয়েকজন বন্ধু মিলে নীল নদের কার্নিশে বসে বিকালে আড্ডা দিতাম। কায়রো শহরের মাঝখান দিলে নীল নদ প্রবাহিত হয়েছে। তার দুপাশ সুন্দর করে বাঁধাই করে ছোট-খাটো পার্কের মত করা হয়েছে। মাঝে মাঝে দেখতাম নে'মা নামে একটি কফি হাউস থেকে নগীব মাহফুজ বের হয়ে নীলের কার্নিশ দিয়ে হেটে হেটে তাঁর বাসায় যাচ্ছেন। তিনি সাহিত্যে নোবেল পেয়েছিলেন। একদিন আমরা দুই বন্ধু সাহস করে তাঁর পথে গিয়ে দাড়ালাম। তিনি কাছে আসলে সালাম দিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবীতে বললাম, 'আমরা বাংলাদেশী ছাত্র। আমরা আপনার বই পড়েছি। আমাদের দেশের একজন কবিও নোবেল পেয়েছিলেন।' তিনি আমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বলেছিলেন যে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছেন।

তিনি নোবেল পুরস্কার পেলেও আমাদের মিসরীয় সহপাঠীদের মধ্যে তাঁর ব্যাপারে একটি মিশ্র ধারণা ছিল। অনেকে নোবেল বিজয়ের জন্য তাঁকে নিয়ে গর্ব করলেও অনেকে আবার বলতো যে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে লিখতেন বলেই তাঁকে নোবেল দেয়া হয়েছে। 'আওলাদ হারায়তনা' (গলির ধারের ছেলেটি) নামে যে বইটির জন্য তিনি নোবেল পেয়েছিলেন সেটি মিসর সহ অন্যান্য আরব দেশে নিষিদ্ধ ছিল। শুনতাম বইটিতে নাকি রসুল (সঃ) কে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বইটি যোগাড় করে পড়তে পারিনি। তবে তাঁর বেশ কিছু উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ পড়েছিলাম। আমার আরবী জ্ঞান এমন ছিলনা যা দিয়ে উপন্যাস পড়া যায়। 'মিরামার' নামে তাঁর একটি উপন্যাসে যেভাবে সুরা আর রহমান তেলাওয়াতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাতে বিশ্বাস করতে পারতাম না যে তিনি রসুল (সঃ) কে ব্যঙ্গ করতে পারেন। তাঁর উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে অনেক সিনেমাও তৈরী হয়েছে। সেগুলোতেও এ ধরণের কিছু ছিল বলে মনে পড়ে না।

এর কয়েক বছর পর একদিন টিভিতে রাতের সংবাদে দেখলাম তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে নীল নদের ধারে। তিনি হেটে যাচ্ছিলেন। এক যুবক এসে তাঁকে ছুরিকাঘাত করে। ভাগ্যক্রমে তিনি তেমন আহত হন নি। মিসর সরকার এ হামলার জন্য ইসলামপন্থীদেরকে দায়ী করে। এর সাথে জড়িত থাকার অপরাধে অনেককে গ্রেফতার করা হয় এবং কয়েকজনকে ফাঁসি দেয়া হয়। মিসরে সে সময়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিলনা বললেই চলে। দেশটিতে অর্ধ শতকের বেশী সময় ধরে জরুরী আইন চলছিল। সরকারী ভাষ্য খুব কম মানুষই বিশ্বাস করতো।

কবি সাহিত্যিকদের উপর হামলার পাপ থেকে আমরাও বাঁচতে পারিনি। বরং কবি শামসুর রাহমানকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে তাঁর নিজ বাসভবনে। নিষ্ঠুর হামলার শিকার হয়েছেন হুমায়ূন আযাদ। হামলা থেকে বাঁচতে পারেননি কবি আব্দুল হাই শিকদার। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদকেও বিভিন্ন সময়ে আঘাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সকল হামলার কোন বিচার আজও হয়নি।

গত ডিসেম্বরে সরকারের সাবেক সচিব ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদ শাহ আব্দুল হান্নান আমাকে নাগিব মাহফুজের একটি সাক্ষাৎকার ই-মেইল করে পাঠিয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করেছিল মিসরীয় আরবী দৈনিক আল-আহরামের সাপ্তাহিক ইংরাজী ম্যাগাজিন। সে সময়ে তিনি ৯৪ বছরে পা দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ সাম্প্রতিককালের তার কিছু মন্তব্য যাতে মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে বলে অনেকে মনে করেছেন, তার কারণে তাঁকে উক্ত সংগঠনের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। জানতে চাওয়া হয়েছিল যে তিনি ন্যায় বিচার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মনে করেন কিনা। তিনি বলেন যে দুটিকে তিনি আলাদা ভাবেন না এবং একটির বিনিময়ে অন্যটি নেয়ার বিরোধী। জানতে চাওয়া হয় যে মুসলিম ব্রাদারহুডের নির্বাচনী জয় ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করবে কিনা। তিনি বলেন, তিনি বরং খুশী যে ধর্মীয় গ্রুপগুলো প্রকাশ্য রাজনীতিতে জড়িত হচ্ছে। তিনি মনে করেন যে এর ফলে তারা আরও বেশী বাস্তববাদী হবে। তিনি কি তার হত্যার চেষ্টার জন্য ইসলামপন্থীদেরকে ক্ষমা করেছেন কি না - এ প্রশ্নে জবাবে তিনি বলেন যে তিনি প্রথম দিনেই ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

মুসলিম ব্রাদারহুডের বিষয় মিসরের নিজস্ব ব্যাপার। নগীব মাহফুজ হয়তো পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে ধর্মীয় রাজনীতি নিয়ে তার এ সকল মন্তব্য করেছেন। কিন্তু যে বিষয়টি অনেককে নাড়া দিয়েছে তা হচ্ছে তিনি ন্যায় নীতির প্রশ্নে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের উপরে উঠতে পেরেছেন, এমনকি যারা তার প্রাণের উপর আঘাত হেনেছে বলে অভিযোগ রয়েছে, তাদেরকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। এভাবেই মানুষ ব্যক্তি, বিশ্বাস ও জাতি থেকে বড় হয়ে যায়।

এই মহান মানুষটি কদিন আগে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আমরা তাঁর দ্রুত আরোগ্য ও দীর্ঘতর আয়ু কামনা করি।